করোনা মহামারীতে ৪৭ হাজার শিক্ষার্থী বাল্যবিয়ের শিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৬ আগস্ট ২০২২ ১২:০০ এএম | আপডেট: ১৬ আগস্ট ২০২২
১২:৫৩ এএম

3
Shares

advertisement

করোনা মহামারীর মধ্যে ২০২১ সালে দেশের ১১ হাজার ৬৭৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪ লাখ ৮১ হাজার ৫৫ শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে ৪৭ হাজার ৪১৪ শিক্ষার্থী। এ সময় শিশুশ্রমে যুক্ত হয়েছে ৭৭ হাজার ৭০৬ জন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইংয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

advertisement

প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, ২০২১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৬১ লাখ ৬৮ হাজার ৪৮৩ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে বালক ২৮ লাখ ৫ হাজার ৭৯১ জন এবং বালিকা ৩৩ লাখ ৬২ হাজার ৬৯২ জন। পরীক্ষায় অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ লাখ ৮১ হাজার ৫৫ জন, যা মোট শিক্ষার্থীর ৭.২৩ শতাংশ। এর মধ্যে বাল্যবিয়ের কারণে ৪৭ হাজার ৪১৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। শিশুশ্রমে যুক্ত হওয়ার কারণে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি ৭৭ হাজার ৭০৬ জন এবং অন্যান্য কারণে

অংশ নেয়নি ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৯৩৫ শিক্ষার্থী।

দেশের ৯টি অঞ্চলের মধ্যে পরীক্ষায় অনুপস্থিতির হার সর্বনিম্ন ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৮.৯৩ শতাংশ ও বরিশালে ৬.৬২ শতাংশ। বাল্যবিয়ের কারণে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশি রাজশাহী অঞ্চলে মোট ১৫.৮২ শতাংশ এবং সিলেটে সর্বনিম্ন ৪.৩০ শতাংশ। শিশুশ্রমের কারণে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির হার সর্বোচ্চ রাজশাহী অঞ্চলে ১৮.৮০ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন চট্টগ্রামে ১২.৬৮ শতাংশ। একই সময়ে ১১ হাজার ৬৭৯টি প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত তথ্য বলছে, ২০২০ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৫ লাখ ৫৬ হাজার ৫৩৬ জন। এর মধ্যে বালক ২৯ লাখ ৬২ হাজার ৪৬ জন এবং বালিকা ৩৫ লাখ ৯৪ হাজার ৪৯১ জন। ২০২১ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬ লাখ ৪৯ হাজার ৫৩৮ জন। তাদের মধ্যে বালক ৩০ লাখ ২১ হাজার ২৩৩ জন এবং বালিকা ৩৬ লাখ ২৮ হাজার ৩০৫ জন। প্রাপ্ত তথ্যে কোভিড অতিমারীর মধ্যে ২০২০ সালের তুলনায় মোট শিক্ষার্থী বেড়েছে ৯৩ হাজার ২ জন।

মাউশির মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইংয়ের কর্মকর্তারা জানান, প্রতিবেদনের জন্য দেশের ১১ হাজার ৬৭৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০২১ সালের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ২০ হাজার ২৯৪টি। সেই হিসাবে তথ্য পাঠায়নি ৮ হাজার ৬১৫টি প্রতিষ্ঠান।

3
Shares